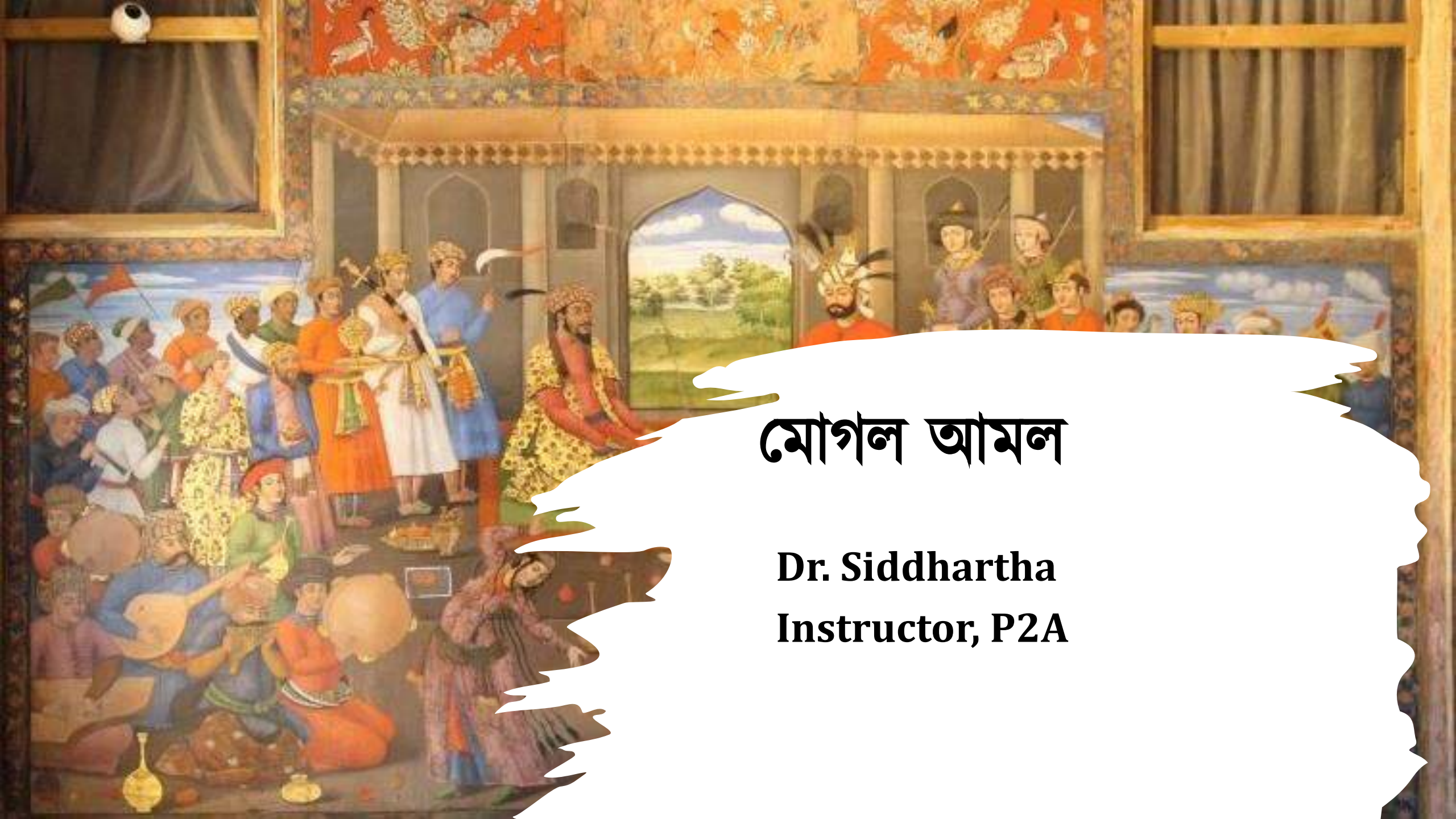

মোগল আমল

Dr. Siddhartha
Instructor, P2A

কনফিউশান ক্লিয়ার!!!

"নাসির উদ্দিন মাহমুদ সমাচার"

✓ নাসির উদ্দিন মাহমুদ - সুলতান ইলতুতমিশের জ্যেষ্ঠ পুত্র যাকে ইলতুতমিশ পাঠান বাংলাতে ইওজ খলজীকে দমন করার জন্য। পরে ইওজ খলজীকে হত্যা করে উনি বাংলার ১ম তুর্কী শাসক হন। (জাতিতে তুর্কী হলেও ইওজ খলজী মূলত বখতিয়ার খলজির খিলজি/খলজি বংশের ছিলেন) ১২২৯ সালে নাসির উদ্দিন মাহমুদ মৃত্যুবরণ করেন।

✓ সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ (শাহ) - সুলতান ইলতুতমিশের কনিষ্ঠ পুত্র। ইলতুতমিশের বড় ছেলে মারা যাবার পর বড় ছেলের নামেই ছোট ছেলের নামকরণ করেন। উনি দিল্লীর সুলতান হিসেবে ১২৪৬-১২৬৬ সাল শাসন করেন। গিয়াসউদ্দিন বলবন তার শ্বশুর ছিলেন।

✓বুঘরা খান - বলবনের ছেলে। বাংলার শাসনকর্তারা বারবার বিদ্রোহ করলে বলবন তার ছেলেকে বাংলার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করেন। ১২৮৭ খ্রিস্টাব্দে বলবনের মৃত্যুর পর বুঘরা খান 'নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ' নাম ধারণ করে স্বাধীন সুলতান হিসেবে বাংলা শাসন করতে থাকেন। এই সময় দিল্লীর সুলতান ছিলেন বুঘরা খানের ছেলে কায়কোবাদ।

✓মাহমুদ - রাজা গণেশ ও তার বংশের শাসনের পর পুনরায় ইলিয়াস শাহী বংশের সূচনা হয়। ইলিয়াস শাহের এক বংশধর মাহমুদ 'নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ' নামে ইতিহাসে পরিচিত হন। তিনি ছিলেন পরবর্তী ইলিয়াস শাহী যুগের প্রথম প্রকৃত শাসক।

দিল্লী সালতানাত (১২০৬ - ১৫২৬)

- দাস বংশ/মামলুক বংশ
- খলজি বংশ
- তুঘলক বংশ
- সৈয়দ বংশ
- লোদী বংশ

তরাইনের যুদ্ধক্ষেত্রে যার জন্ম,
পানিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে তার শেষ.....

পানিপথ: যেখানে মোগল সূর্যোদয় হয়েছিলো

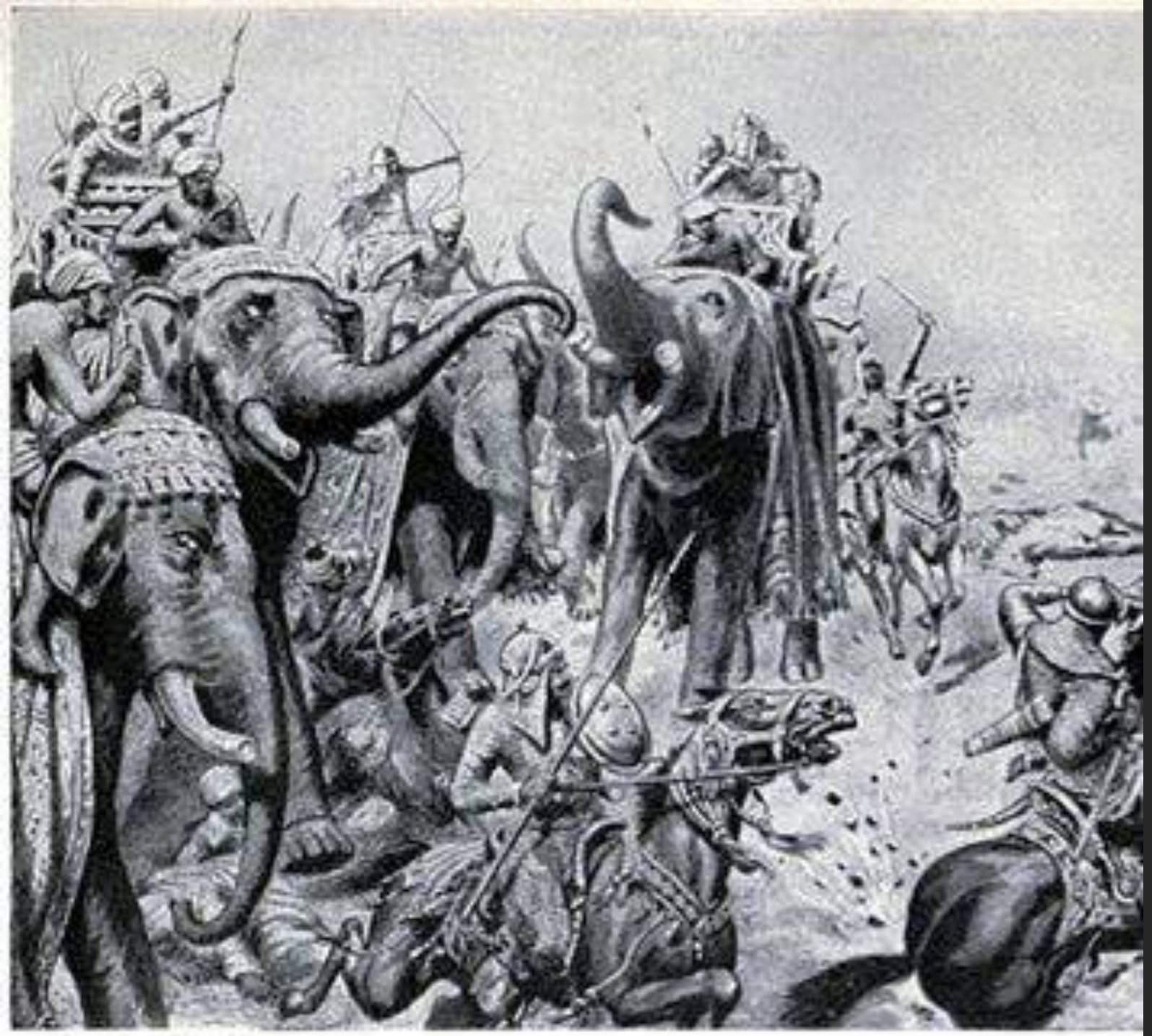

পানিপথের ১ম যুদ্ধ (১৫২৬)

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (১৫২৬)

- **পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (১৫২৬)** হয়েছিল মোগল সম্রাট বাবর ও দিল্লির সুলতান ইব্রাহিম লোদীর সঙ্গে। এ যুদ্ধে সম্রাট বাবর জয়লাভ করেন।
- এই যুদ্ধে বাবর প্রথম ভারতে কামানের ব্যবহার করেন।
- **পানিপথের ১ম যুদ্ধ হয়- ২১ এপ্রিল, ১৫২৬ সালে।**
- পানিপথের যুদ্ধ হয়েছিল - যমুনা নদীর তীরে।

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৫৫৬)

- পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৫৫৬) হয়েছিল মোগল সম্রাট আকবরের সেনাপতি বৈরামখাঁ-র সঙ্গে আফগান সেনাপতি হেমচন্দ্র বিক্রমাদিত্যর (হিমু) সঙ্গে। এ যুদ্ধে বৈরামখাঁ জয়লাভ করেন।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১)

- **পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১)** হয়েছিল দুররানি সাম্রাজ্য (আফগান সম্রাট আহমদ শাহ আবদালী) ও ভারতের মারাঠা সাম্রাজ্যের মধ্যে। এ যুদ্ধে দুররানি সাম্রাজ্যের জয় হয়।

মোগল সাম্রাজ্য

- সম্রাট বাবর ১৫২৬ সালে ইব্রাহিম লোদীকে প্রথম পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত করে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

মোগল সাম্রাজ্য

প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট

বাবর

মোগল সম্রাটদের বংশতালিকা

- জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর (১৫২৬-১৫৩০ খ্রি.)
- হুমায়ুন (১৫৩০- ১৫৪০ খ্রি.)
- আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.)
- জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭ খ্রি.)
- শাহজাহান (১৬২৮-১৬৫৮ খ্রি.)
- আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.)
- দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৩৭-১৮৫৭ খ্রি.)

(সর্বশেষ মোগল সম্রাট)

বাবার হইল একবার জ্বর সারিল ঔষধে।

বাবার- বাবর

হইল- হুমায়ুন

একবার- আকবর

জ্বর- জাহাংগীর

সারিল- শাহজাহান

ঔষধে- আওরংগজেব।

(১ম) বাবর -এর শাসনকাল (১৫২৬ - ১৫৩০)

- জন্ম: উজবেকিস্তানের ফারগানায়
- বাবর ফার্সি শব্দ অর্থ—বাঘ

  (মতান্তরে তুর্কি শব্দ অর্থ— সিংহ)
- দিল্লীতে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন - জহিরুদ্দীন মুহম্মদ বাবর ।
- তিনিই প্রথম সম্রাট যে নিজ আত্মজীবনী রচনা করেন **‘তুযক-ই-বাবর’**।

বাবর ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন– ১৫২৮ সালে। উগ্রবাদীরা ১৯৯২ সালে এই মসজিদটি ধ্বংস করে।

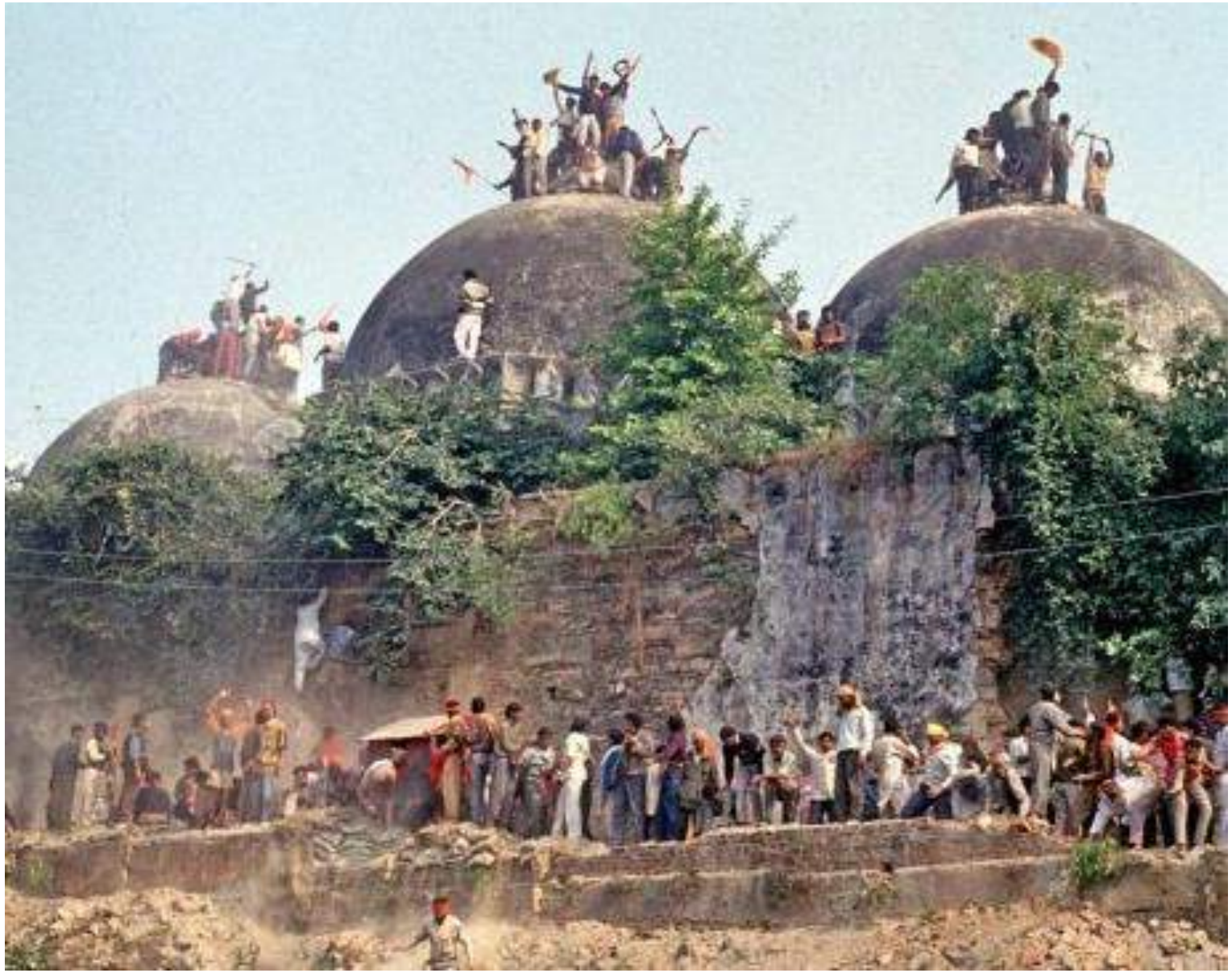

বাবরের সমাধি– বাগ-ই-বাবর, কাবুল, আফগানিস্তান।

(২য়) সম্রাট হুমায়ুন

- প্রথম বাংলায় আগমন করতে চাওয়া মোগল সম্রাট।
- বাংলার নামকরণ করেন **জান্নাতাবাদ।**

সম্রাট হুমায়ুন (ডাকনাম– নাসিরুদ্দিন)

- শের শাহর কাছে ক্ষমতা হারান – ১৫৪০ সালে
- পুনরায় ক্ষমতা গ্রহণ করেন – ১৫৫৫ সালে
- মারা যান - ১৫৫৬ সালে দিল্লীর অদূরে তার নির্মিত 'দীন পানাহ' দুর্গের পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে।

শূর শাসন (১৫৪০-১৫৫৫)

- প্রতিষ্ঠাতা – শের শাহ
- সম্রাট হুমায়ুনকে চৌসার ও কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত করেন।
- শের শাহ সুরি ছিলেন সুরি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।
- তিনি বাংলায় আফগান শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

শেরশাহ (শের খান শূর)

মুদ্রা ব্যবস্থা:

- ✓ তিনি 'দাম' নামক মুদ্রার প্রচলন করেন।
- ✓ 'রুপি' নামক মুদ্রা প্রবর্তনের কৃতিত্বও তার।

যোগাযোগ ব্যবস্থা:

- ✓ তিনি 'ঘোড়ার ডাক' ব্যবস্থা চালু করেন।
- ✓ 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড' বা 'সড়ক-ই-আজম' নির্মাণ করেন, যা নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ থেকে দিল্লি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

শেরশাহ (শের খান শূর)

ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা:

- তিনি ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার করেন।
- 'কবুলিয়াত' ও 'পাট্টা' প্রথার প্রবর্তন করেন।

অন্যান্য:

তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে 'আফগান দুর্গ' নির্মাণ করেন।

পাট্টা ও কবুলিয়াত প্রথা

শেরশাহ প্রথমে ভূমি জরিপের ব্যবস্থা করেন এবং জমির উৎপাদনের উপর নির্ভর করে রাজস্ব নির্ধারণ করেন। অবস্থা অনুযায়ী উৎপাদিত ফসলের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব নির্ধারণ করেন। শেরশাহ এ প্রথা অনুযায়ী কৃষকদের কাছ থেকে লিখিত চুক্তিপত্র আদায় করতেন এবং কৃষকরা তাদের দাবি ও দায়িত্ব বর্ণনা করে চুক্তিপত্র সম্পাদন করে দিত। আর এটাই শেরশাহের কবুলিয়াত প্রথা নামে পরিচিত।

আর শেরশাহের পাট্টা প্রথা ছিল মূলত সরকারের কাছ থেকে জমির উপর কৃষকদের স্বত্ব স্বীকার ও দেয় খাজনা নির্দিষ্ট করে যে প্রাপ্তি পত্র দেয়া হতো তাকে পাট্টা বলা হতো।

(৩য়) আকবর (জালালুদ্দিন)

বাংলায় মোগল শাসন শুরু করেন।

আকবর এর শাসনকাল (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি:)

শাসনকাল:

- **শুরু:** ১৫৫৬ সালে, পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিমুকে পরাজিত করার পর।
- **শেষ:** ১৬০৫ সালে।
- **মোট সময়কাল:** ৪৯ বছর।

প্রধানমন্ত্রী: আবুল ফজল

অর্থমন্ত্রী: টোডরমল

সেনাপ্রধান: মানসিংহ

সাম্রাজ্য বিস্তার:

- আকবরের সময়ে মোগল সাম্রাজ্য তার সর্বোচ্চ বিস্তার লাভ করে।
- সাম্রাজ্যটি ১৫টি সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল।

ধর্ম:

- আকবর 'দ্বীন-ই-ইলাহী' নামক একটি নতুন ধর্ম প্রবর্তন করেন। অনুসারী ১৮-১৯ জন
- তিনি অমুসলমানদের উপর 'জিজিয়া কর' ও 'তীর্থকর' রহিত করেন।

- ‘পহেলা বৈশাখ' রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে প্রবর্তন করেন।
- 'মনসবদারী' (পদমর্যাদা) প্রথা চালু করেন।
- বাংলা সন এবং বর্ষপঞ্জী চালু করেন।
- 'আইন-ই-আকবরী' রচনা করেন আবুল ফজল।
- 'বুলন্দ দরওয়াজা' এবং 'স্বর্ণমন্দির' নির্মাণ করেন।
- 'তানসেন' (বুলবুল ই হিন্দ) ও 'বীরবল' ছিলেন আকবরের দরবারের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন।

বাংলায় মোগল শাসন:

- ১৫৭৬ সালে রাজমহলের যুদ্ধে আফগান শাসক দাউদ খান কররানিকে পরাজিত করে বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।
- আকবর বাংলা পুরোপুরি অধিকার করতে পারেননি বারো ভূঁইয়াদের কারণে।
- 'সুবেহ বাঙ্গালা' ছিল আকবরের আমলে সমগ্র বাংলার পরিচিতি।

মৃত্যু ও সমাধি:

- আকবর ১৬০৫ সালে মারা যান।
- তার সমাধি ভারতের আগ্রার সেকেন্দ্রায় অবস্থিত।

আইন-ই-আকবরী (আবুল ফজল)

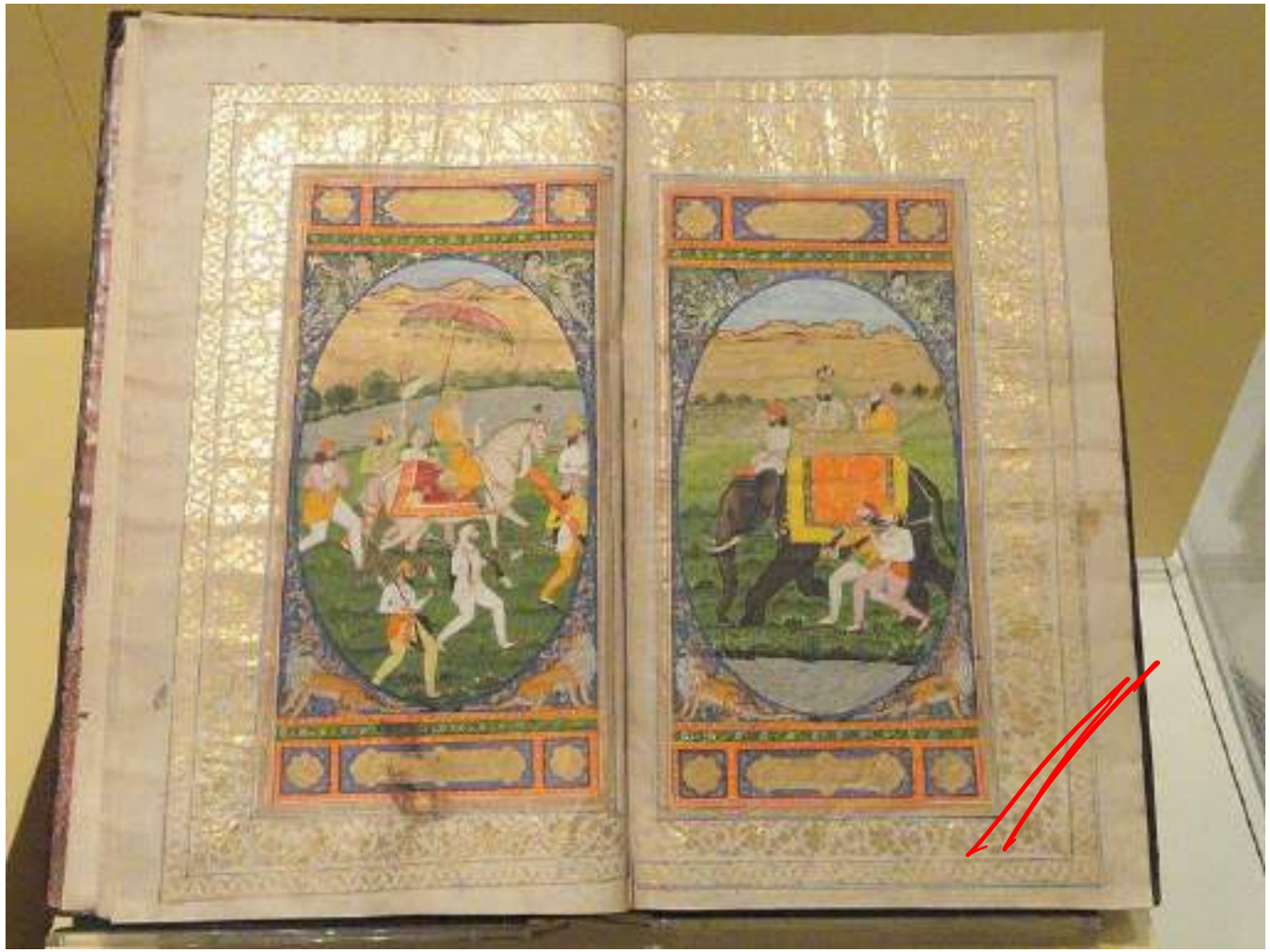

আকবরের আমলে গায়ক ছিলেন: তানসেন (বুলবুল ই হিন্দ)

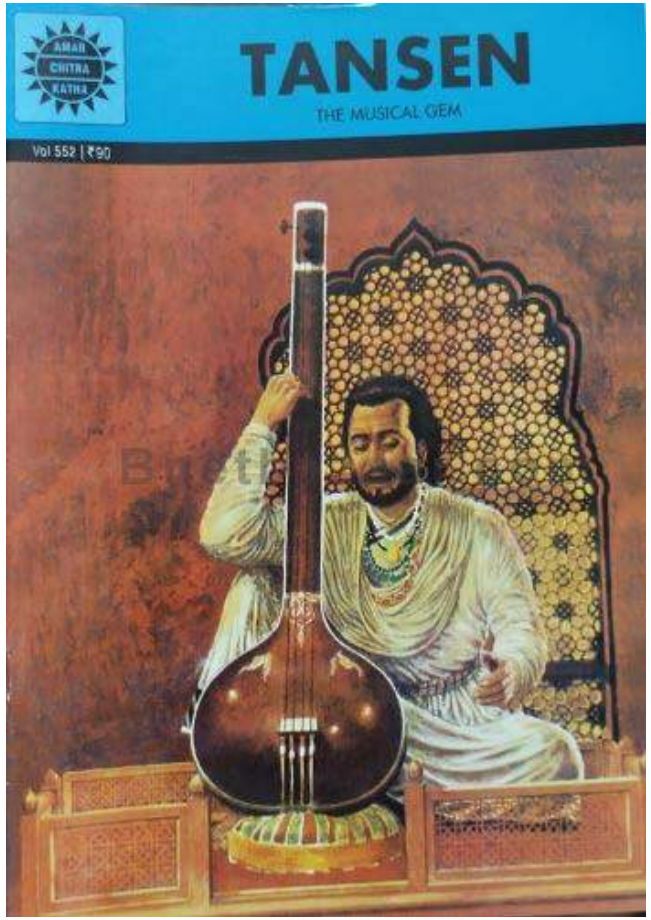

আকবরের আমলে কৌতুককার: বীরবল

ফতেহপুর সিক্রি'র বুলন্দ দরওয়াজা নির্মাণ করেন সম্রাট আকবর

অমৃতসর স্বর্নমন্দির নির্মান করেন - সম্রাট আকবর

সম্রাট আকবরের সমাধি অবস্থিত – সেকেন্দ্রা, আগ্রা, ভারত

Recap

- ✓ ভারতে ১ম কামানের ব্যবহার করা হয় কোন যুদ্ধে? –
- ✓ পানিপথের ৩য় যুদ্ধ হয় কত সালে? –
- ✓ দাম মুদ্রা চালু করেন কে? –
- ✓ বাবরের আত্মজীবনী –
- ✓ আকবর ক্ষমতা গ্রহণ করেন কত সালে? –

- ✓ আকবর প্রবর্তিত ধর্ম –
- ✓ আকবরের প্রধানমন্ত্রীর নাম –
- ✓ মোগলরা বাংলা জয় করে কত সালে? –
- ✓ বাবরের পিতৃরাজ্যের নাম কী ছিল? –
- ✓ সম্রাট হুমায়ুন বাংলার নাম কী দেন? –
- ✓ আফগান দূর্গের নির্মাতা –

(৪র্থ) জাহাংগীর

ডাকনাম-সেলিম

শাসনকাল

(১৬০৫-২৭ খ্রিস্টাব্দ)

জাহাঙ্গীর-এর শাসনকাল (১৬০৫-১৬২৭)

- তাঁর নামানুসারে ঢাকার নামকরণ করা হয়েছিল - 'জাহাঙ্গীরনগর'।
- **বারো ভূঁইয়াদের পতন ঘটান** এবং ইংরেজদের বাণিজ্য কুঠির নির্মাণের অনুমতি দেন – জাহাঙ্গীর।
- তাঁর প্রেরিত **সুবাদার ইসলাম খান** ১৬১০ সালে ঢাকাকে প্রথম রাজধানী করে।
- ইংরেজরা ভারতবর্ষে আগমন করে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে।

জাহাঙ্গীর

- আবওয়াব কর চালু করেন।
- তাঁর আমলেই ইসলাম খান কর্তৃক বারোভূঁইয়াদের দমন করা হয়। বাংলা অধিকারের জন্য সুবেদার হিসেবে ইসলাম খানকে প্রেরণ করেন এবং ইসলাম খান কর্তৃক বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তর (১৬১০) করা হয় এবং ঢাকার নামকরণ করা হয় জাহাঙ্গীরনগর। ১৬১২ সালে সমগ্র বাংলা মোগলদের শাসনে আনয়ন করেন।

আবওয়াব কর

নির্ধারিত বা বৈধ করের অতিরিক্ত কর বা খাজনা।

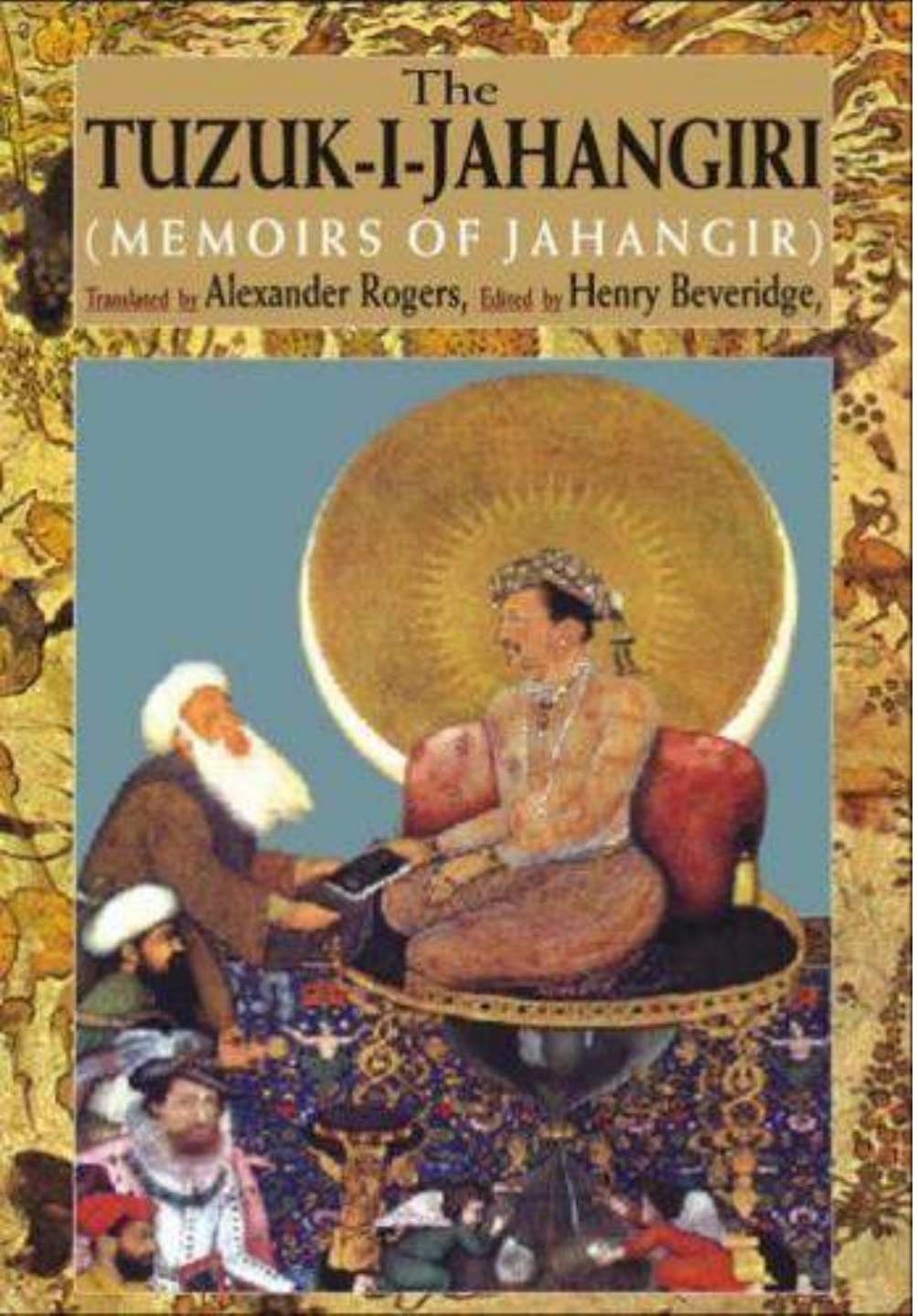

জাহাঙ্গীরের

আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ

‘তুজক-ই-জাহাঙ্গীর।

শাহজাহান। পুরোনাম– শাহবুদ্দিন মুহাম্মদ খুররাম

- Prince of Builders
- আগ্রায় তাজমহল
- ময়ূর সিংহাসন
- দিল্লির লালকেল্লা , মোতি মসজিদ নির্মাণ করেন।

শাহজাহানের স্থাপত্য

- তাজমহল
- ময়ূর সিংহাসন
- দিল্লি জামে মসজিদ
- দিল্লির লালকেল্লা
- সালিমার উদ্যান
- খাসমহল
- শীষমহল

(৫ম) শাহজাহান-এর শাসনকাল (১৬২৭-১৬৫৮)

- সম্রাট শাহজাহান তাজমহল নির্মাণ করেন যার স্থপতি - ওস্তাদ ঈসা খাঁ।
- তাজমহল কোন নদীর তীরে অবস্থিত - যমুনা নদী।
- শাহজাহান ময়ূর সিংহাসনের নির্মাতা। (লুণ্ঠন করে পারস্যের সম্রাট নাদিরশাহ)
- শাহজাহান লাল কেল্লা নির্মাণ করেন (ভারতের দিল্লীতে) ।
- শাহজাহানের অনুমতিক্রমে ইংরেজরা হরিহরপুরে বাংলার ১ম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে।

ময়ূর সিংহাসন। নির্মাতা: শাহজাহান

দিল্লি জামে মসজিদ। **নির্মাতা: শাহজাহান**

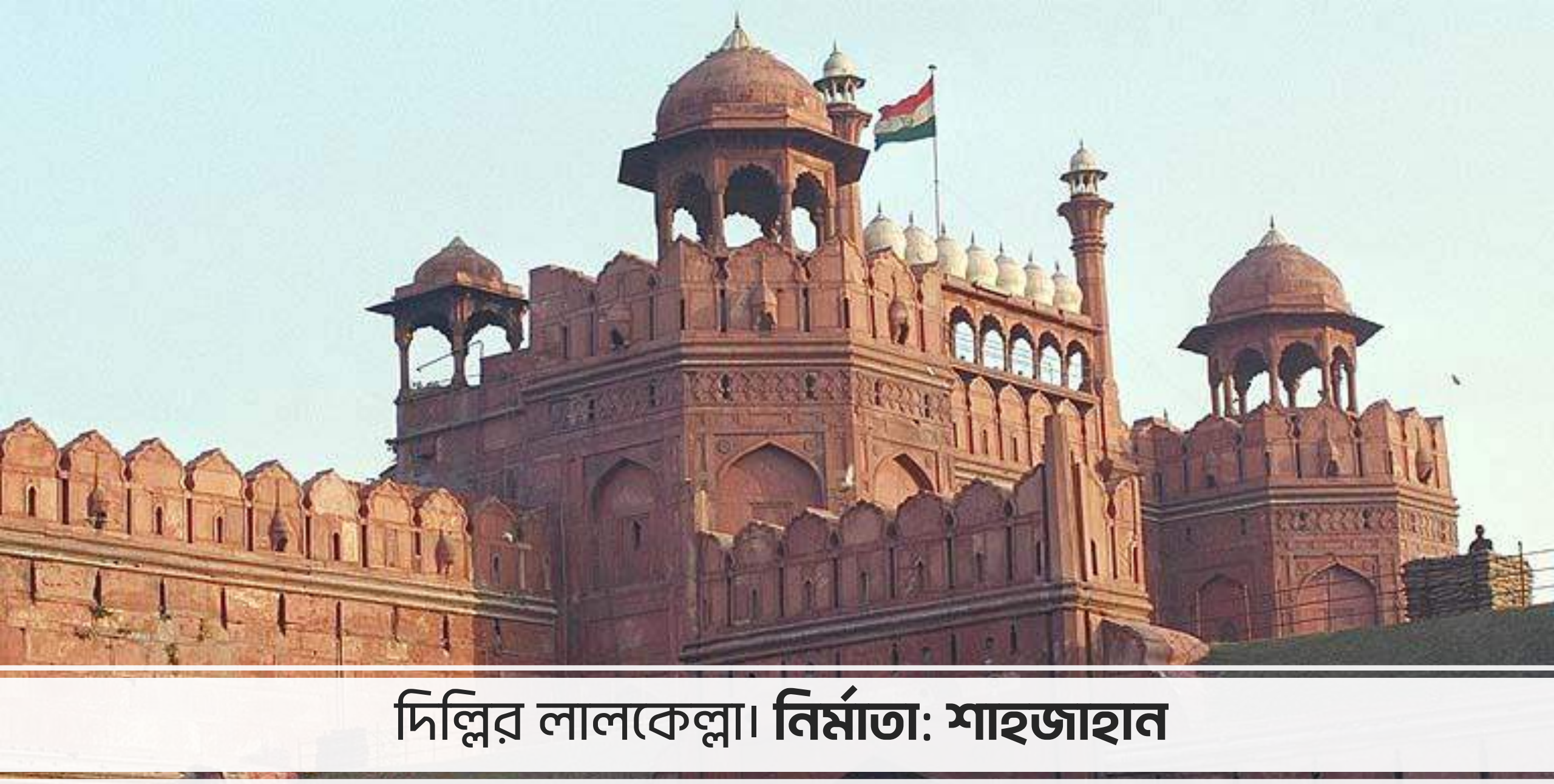

দিল্লির লালকেল্লা। **নির্মাতা: শাহজাহান**

সালিমার উদ্যান (লাহোর)। **নির্মাতা: শাহজাহান**

আওরঙ্গজেব

উপাধি – আলমগীর শাহ গাজী।

ডাক নাম ছিল- আলমগীর

আওরঙ্গজেব (৬ষ্ঠ)

- জিন্দাপীর বলা হয় বাদশাহ আলমগীর কে।
- তিনি অত্যন্ত দ্বীনদার ও ধার্মিক ছিলেন।
- কুচবিহারের নামকরণ করেন— আলমগীরনগর
- পুনঃস্থাপন করেন –জিজিয়া কর।
- আওরঙ্গজেবের নির্দেশে প্রণীত হয়- “ফতোয়া-ই-আলমগীরী” নামে একটি আইন গ্রন্থ।

২য় বাহাদুর শাহ

সর্বশেষ মোগল শাসক

তাঁকে নির্বাসিত করা হয়

রেঙ্গুনে (ইয়াঙ্গুন)।

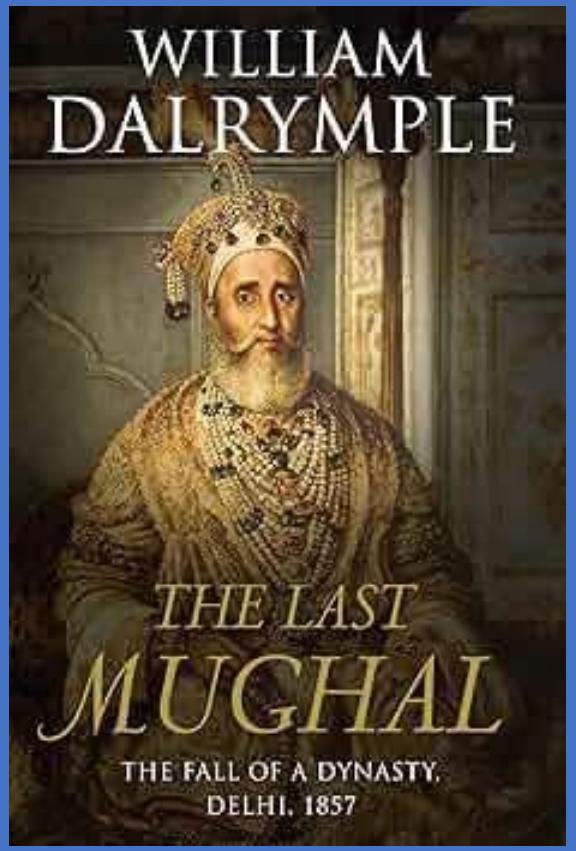
WILLIAM
DALRYMPLE
THE LAST
MUGHAL
THE FALL OF A DYNASTY,
DELHI, 1857

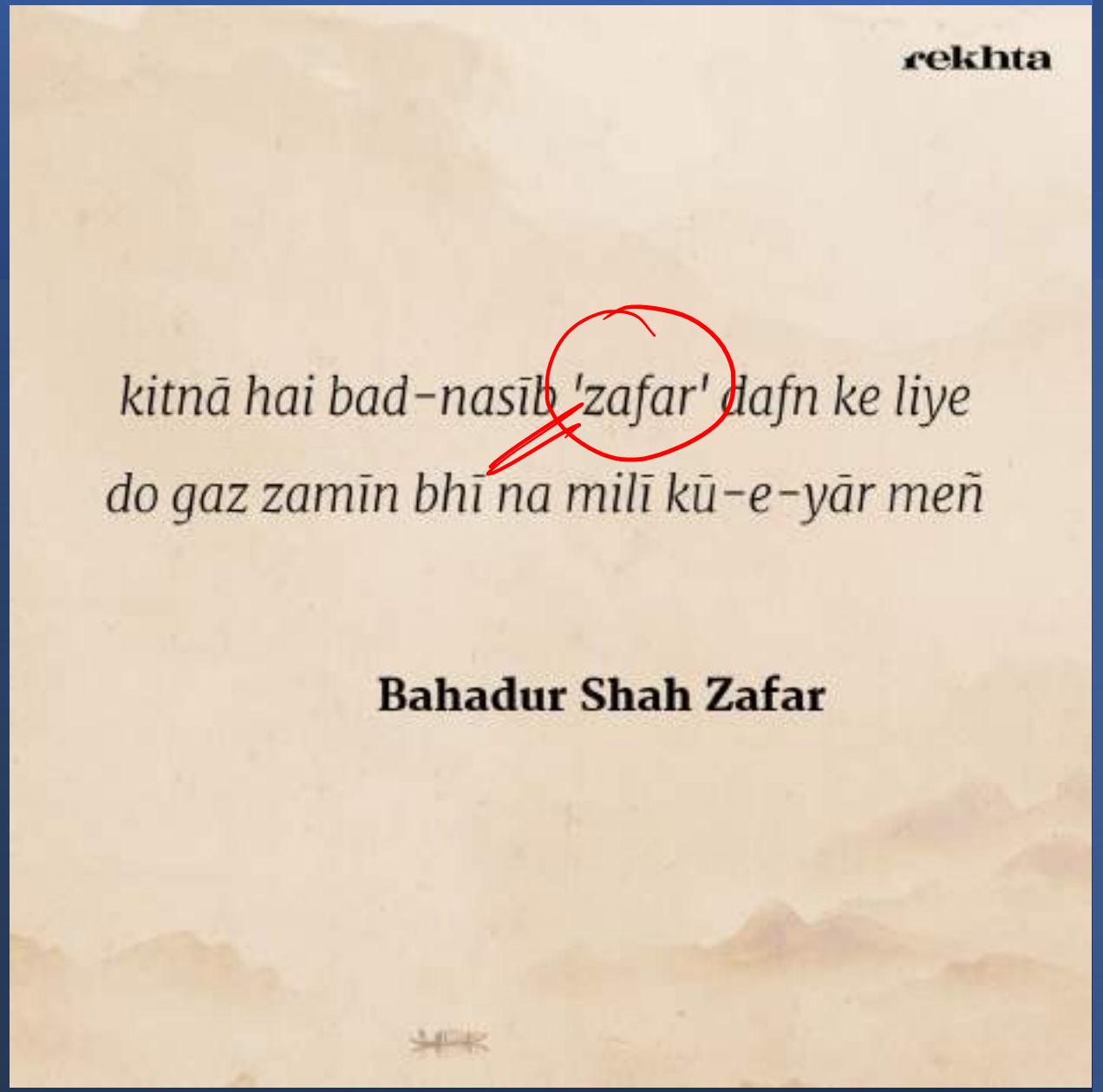
rekhta
kitnā hai bad-nasīb 'zafar' dafn ke liye
do gaz zamīn bhī na milī kū-e-yār meñ
Bahadur Shah Zafar

বারো ভূঁইয়া

- বাংলার বড় জমিদাররা মোগলদের অধীনতা মেনে নেননি।
- মোগলদের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে অবস্থান নেন।
- এরাই বার ভুঁইয়া।

বাংলার বার ভূঁইয়া

- বার ভূঁইয়াদের আবির্ভাব ঘটে – মোগল সম্রাট আকবরের সময়ে।
- বার ভূঁইয়াদের প্রধান ছিলেন – ঈশা খাঁ। তিনি বাংলার রাজধানী সোনারগাঁও এর পত্তন করেন।
- ঈশা খাঁর মৃত্যুর (১৫৯৯ সাল) পর বারভূঁইয়াদের নেতৃত্ব দেন –ঈশা খাঁর পুত্র মুসা খান

কয়েকজন প্রসিদ্ধ বারোভূঁইয়া

- চাঁদগাজী
- জুনা গাজী
- চাঁদ রায়
- কেদার রায়
- প্রতাপ আদিত্য
- কংস নারায়ন

Recap

- ✓ সমগ্র বাংলা জয়কারী প্রথম মুঘল সম্রাট –
- ✓ আওরংগজেবের ডাক নাম –
- ✓ শীষ মহল কে নির্মাণ করেন –
- ✓ বাংলায় ১ম বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয় কত সালে? –
- ✓ ২য় বাহাদুর শাহকে নির্বাসিত করা হয় কোথায়? –
- ✓ বার ভুঁইয়াদের আবির্ভাব ঘটে কার সময়ে? -

সুবা বাংলা

- মোগল প্রদেশগুলো **সুবা** নামে পরিচিত ছিল
- সুবার দায়িত্ব প্রাপ্তদের বলা হত সুবাদার
- ইসলাম খান ১৬১০ সালে সর্বপ্রথম ঢাকাকে রাজধানী করেন এবং নাম রাখেন ‘জাহাঙ্গীরনগর’।

সময়কাল	রাজধানী	স্থানান্তরকারী
১৬১০ সালের আগে	রাজমহল (বিহার)	মানসিংহ
১৬১০ থেকে ১৬৩৯ পর্যন্ত	ঢাকা	ইসলাম খান
১৬৩৯ থেকে ১৬৬০ পর্যন্ত	রাজমহল (বিহার)	শাহ্ সুজা
১৬৬০ থেকে ১৭১৭ পর্যন্ত	ঢাকা	মীর জুমলা
১৭১৭ থেকে ১৭৬০ পর্যন্ত	মুর্শিদাবাদ	মুর্শিদ কুলি খান
১৭৬০ থেকে ১৭৬৩ পর্যন্ত	মুঙ্গের	মীর কাসিম
১৭৬৩ থেকে ১৭৭২ পর্যন্ত	মুর্শিদাবাদ	মীর জাফর
১৭৭২ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত	কলকাতা	ওয়ারেন হেস্টিংস

সুবেদারী শাসন

ইসলাম খান: ১৬০৮-১৬১৩

- জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলার সুবেদার ছিলেন - ইসলাম খান।
- তিনি বাংলায় নিযুক্ত প্রথম সুবেদার
- ১৬১০ সালে ঢাকাকে সর্বপ্রথম রাজধানীর মর্যাদা দেন।

বারো ভূঁইয়াদের দমন করেন।

ঢাকার নাম রাখেন জাহাঙ্গীরনগর।

ধোলাই খাল (বুড়িগঙ্গার পূর্বনাম) খনন করেন।

নৌকা বাইচের প্রচলন করেন।

সুবাদার শাহ সুজা

(শাহজাহানের ২য় ছেলে)

- বড় কাটরা নির্মাণ করেন।
- তাঁর আমলে মীর মুরাদ **'হোসেনী দালান'** নির্মাণ করেন।

বড় কাটরা (শাহ সুজা)

- বড় কাটরা ঢাকায় অবস্থিত মুঘল আমলের নিদর্শন। সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহ সুজার নির্দেশে ১৬৪১ সালে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে এই ইমারতটি নির্মাণ করা হয়।

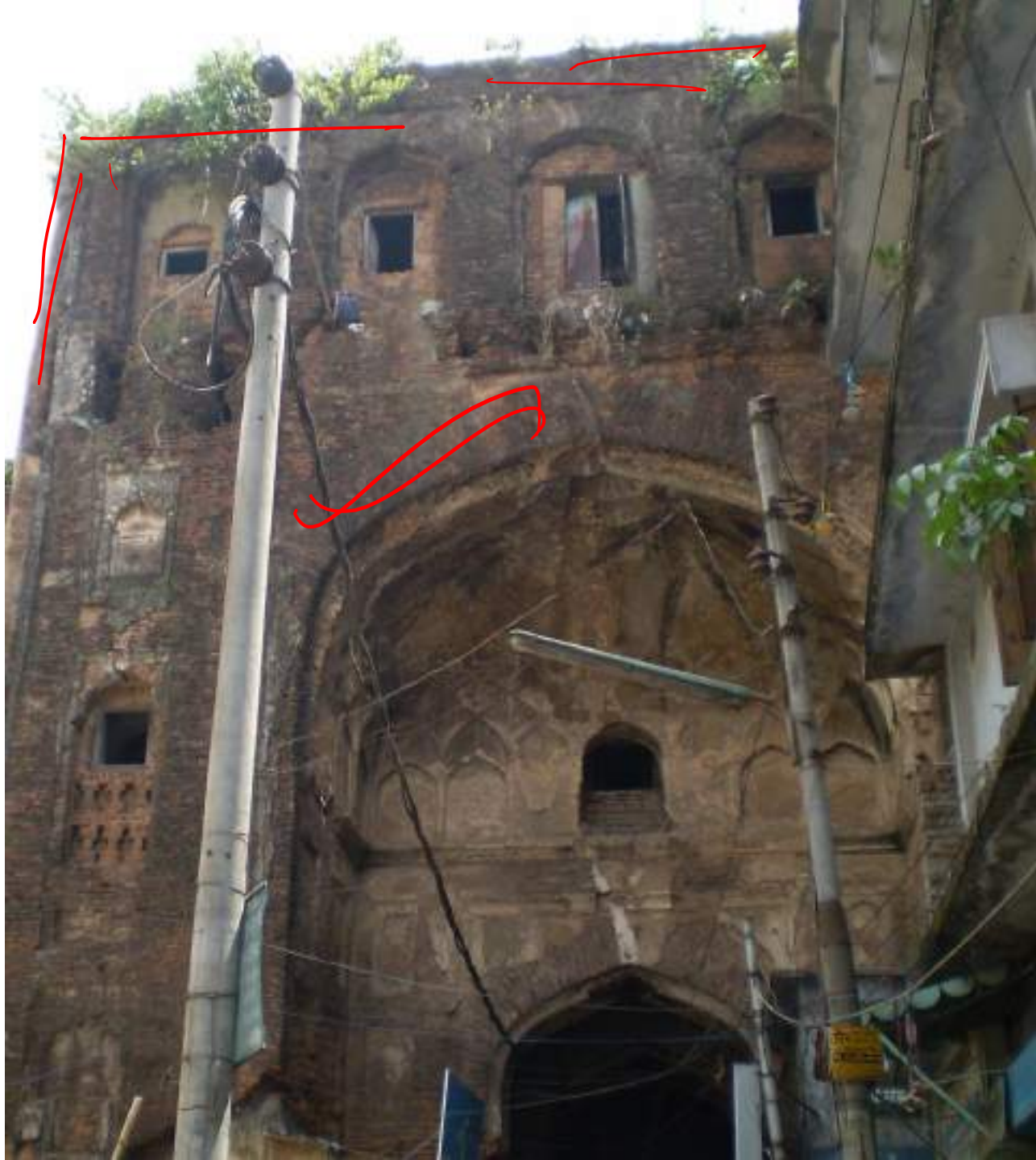

ছোট কাটরা

(শায়েস্তা খান)

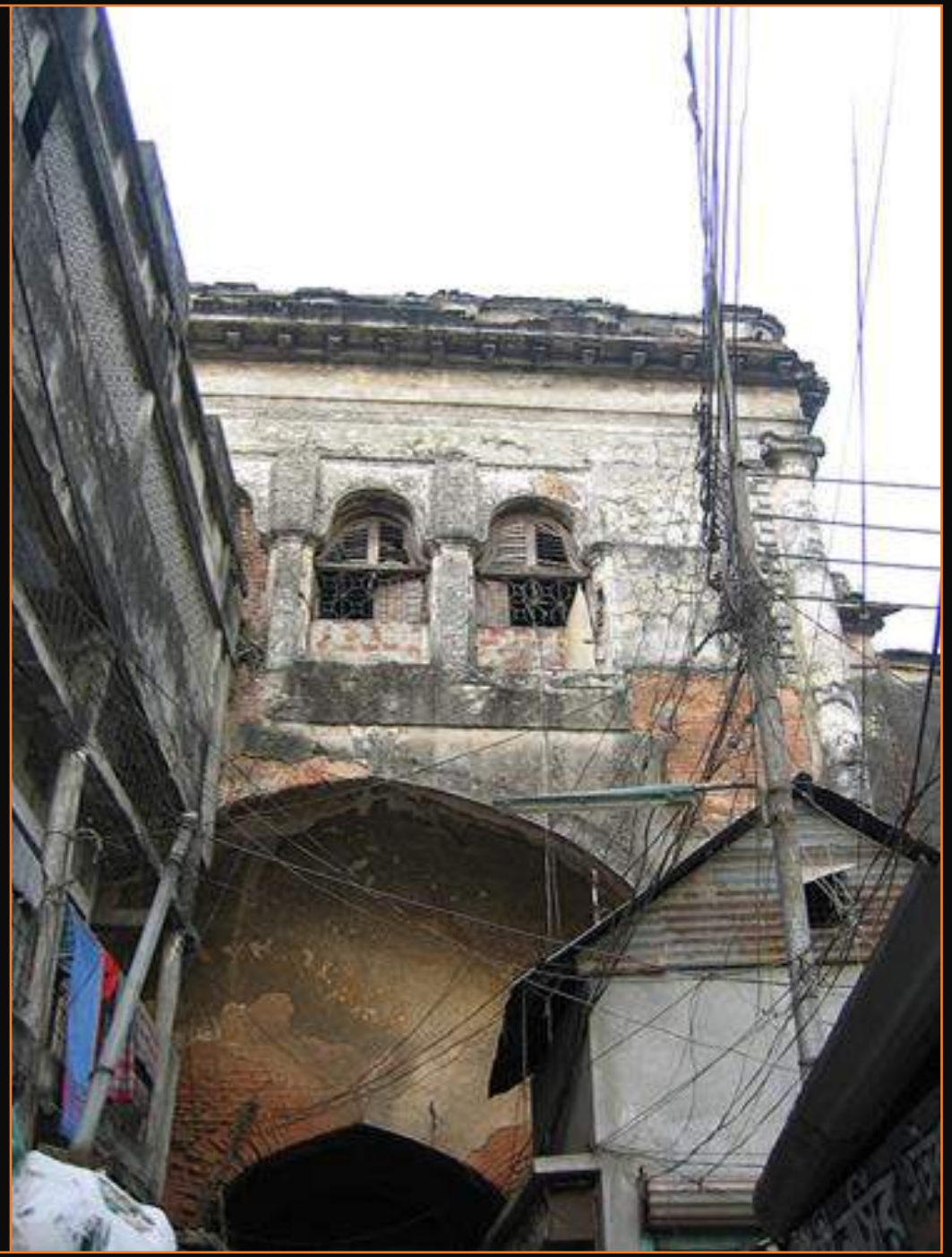

মীর জুমলা: ১৬৬০ - ১৬৬৩

- মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রতিনিধি ছিলেন - মীর জুমলা।
- তিনি ঢাকা গেইট নির্মাণ করেন, মুন্সিগঞ্জের ইদ্রাকপুর দুর্গ নির্মাণ করেন।
- মীর জুমলা ঢাকায় গড়ে তোলেন এক নয়নাভিরাম বাগান বাগ-ই-বাদশাহী যেটির ব্রিটিশ আমলে নাম দেয়া হয় রেসকোর্স ময়দান। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সেই বাগানের নাম দাঁড়ায় 'সোহরাওয়ার্দী উদ্যান'।
- ১৬৬০ সালে বাংলার রাজধানী রাজমহল হতে ঢাকায় স্থানান্তর করেন।

ঢাকা গেট (সুবাদার মির জুমলা)

শায়েস্তা খান: ১৬৬৪ - ১৬৮৮

- মীর জুমলার মৃত্যুর পর সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে বাংলার সুবাদার ছিলেন শায়েস্তা খান।
- তার শাসনকালে বাংলায় শান্তি ও সমৃদ্ধির এক সুবর্ণ যুগের সূচনা হয়েছিল।

শায়েস্তা খান

কৃতিত্ব:

- চট্টগ্রাম থেকে মগ জলদস্যুদের বিতাড়ন করেন এবং চট্টগ্রামের নামকরণ করেন ইসলামাবাদ।
- তার সময়ে টাকায় ৮ মণ চাল পাওয়া যেত।
- লালবাগ কেল্লার বেশিরভাগ নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেন।
- ছোট কাটরা, চক মসজিদ, সাতগম্বুজ মসজিদ প্রভৃতি স্থাপত্য নির্মাণ করেন।
- লালবাগ কেল্লায় তার কন্যা পরিবিবির (ইরান দুখত) সমাধি অবস্থিত।

স্থাপত্য

- ছোট কাটরা
- লালবাগ কেল্লা
- চক মসজিদ
- সাতগম্বুজ মসজিদ

লালবাগ কেল্লা

বাংলায় উল্লেখযোগ্য মোগল স্থাপত্য

- লালবাগের কেল্লা (শায়েস্তা খান)
- সাত গম্বুজ মসজিদ (শায়েস্তা খান)
- ছোট কাটরা (শায়েস্তা খান)
- চক মসজিদ (শায়েস্তা খান)
- বড় কাটরা (শাহ সুজা)
- ঢাকা গেইট (মীর জুমলা)

নবাবী শাসন

- দিল্লীর সম্রাটদের পারিবারিক দ্বন্দ্বের সুযোগে বাংলায় নিযুক্ত সুবাদার মুর্শিদকুলি খান স্বাধীনচেতা আচরণ শুরু করেন এবং একসময় নিজেকে নবাব বলে ঘোষণা করেন। এভাবে বাংলায় মোগলদের প্রভাব কমে যায় এবং স্বাধীন নবাবী শাসনের সূত্রপাত হয়।

মুর্শিদ কুলি খান

- মুর্শিদ কুলি খান ছিলেন বাংলার প্রথম নবাব।
- তিনি রাজধানী ঢাকা হতে মকসুদাবাদ (মুর্শিদাবাদ) এ স্থানান্তর করেন।

- মুর্শিদ কুলি খান, রাজা টোডরমল ও শাহ সুজার ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত পদ্ধতির সংস্কার করেন এবং **‘মাল জামিনী’** নামক রাজস্ব ব্যবস্থা চালু করেন।

মাল জামিনী

- মাল জামিনী ফার্সি শব্দ। 'মাল' ও 'জামিন' হতে উদ্ভূত। 'মাল' শব্দের অর্থ যে কোন ধরনের সম্পত্তি যা বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থায় বিশেষত ভূমি রাজস্বকে বোঝায় এবং 'জামিন' বলতে রাজস্ব বা ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদানকারী বা জামিনদারকে বোঝায়। অতএব মাল-জামিনী বলতে রাজস্ব পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান এর ব্যবস্থা বা জামিনদারি ব্যবস্থাকে বোঝায়। আঠারো শতকে মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব ব্যবস্থা সংক্রান্ত কার্যক্রমে এ শব্দটির প্রয়োগ হয়।

করতলব খাঁন মসজিদ (মুর্শিদ কুলি খান)

ঢাকার বেগমবাজার

নবাব আলীবর্দী খান

প্রকৃত নাম - মির্জা মুহম্মদ আলি

বর্গী নামে পরিচিত মারাঠা দস্যুদের বিতাড়িত করেন।

নবাব সিরাজুদ্দৌলা: ১৭৫৬-১৭৫৭

- নবাব আলীবর্দী খান তাঁর মৃত্যুর পূর্বে দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলাকে বাংলার নবাব হিসেবে মনোনীত করেন।
- **সিরাজুদ্দৌলা বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব**
- পিতা: জৈনুদ্দিন। মাতা: আমেনা বেগম
- ২৩ বছর বয়সে ক্ষমতায় আরোহন করেন। (মতান্তরে ২২ বছর)

- ১৭৫৬ সালে ফোর্ট উইলিয়াম দখল করে কলকাতার নাম দেন ‘আলীনগর’ এবং ইংরেজদের কাশিমবাজার দূর্গ দখল করেন।

অন্ধকূপ হত্যা কাহিনী তৈরি করেন - হলওয়েল

পলাশীর যুদ্ধ

- তারিখ: ২৩ জুন, ১৭৫৭
- স্থান: ভাগীরথী নদীর তীর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
- পক্ষসমূহ: ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা

- সিরাজউদ্দৌলাকে সমর্থন করে: ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি
- প্রধান সেনাপতি: ব্রিটিশদের পক্ষে রবার্ট ক্লাইভ ও বাংলার পক্ষে মোহন লাল
- বাংলার সেনাবাহিনীর ভ্যানগার্ড ছিলেন: মীর মদন
- বাংলার পক্ষে যুদ্ধ করা ফরাসি সেনাপতি: সিন ফ্রে

- সিরাজউদ্দৌলার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা সেনাসদস্য: মীর জাফর (অশ্বারোহী), রায় দুর্লভ, ইয়ার লতিফ খান।
- সিরাজের পক্ষে লড়ে যাওয়া সেনা সদস্য: মীর মদন, মোহন লাল
- যুদ্ধের কারণ: নবাবকে কোম্পানির কর না দেয়া, কোম্পানি কর্তৃক দস্তকের অপব্যবহার, আলীবর্দী খানের সাথে ইংরেজদের চুক্তিভঙ্গ।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা

২৩ শে জুন ১৭৫৭ সালে ইংরেজদের কাছে পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হন।

নবাবের হত্যাকারী: মীর জাফরের পুত্র মীরানের নির্দেশে ভগবানগোলা নামক স্থানে **মোহাম্মদী বেগ** নবাবকে হত্যা করেন।

মীর কাসিম (১৭৬০-১৭৬৩)

- মীর জাফরের জামাতা
- বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

বক্সারের যুদ্ধ (১৭৬৪):

বাংলার সার্বভৌমত্ব রক্ষার শেষ চেষ্টা

- জোট: মীর কাসিম (বাংলা), নবাব সুজাউদ্দৌলা (অযোধ্যা), সম্রাট শাহ আলম (দিল্লি)
- বিরোধী পক্ষ: মেজর মনরো (ইংল্যান্ড)

একনজরে নবাবগণ

- বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব: মুর্শিদ কুলি খান
- বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব: নবাব সিরাজউদ্দৌলা
- বাংলার শেষ নবাব: নিজাম উদ্দৌলা
- বাংলার স্বাধীনচেতা নবাব: মীর কাশিম

Recap

- ✓ সর্বপ্রথম ঢাকাকে রাজধানী করেন কে –
- ✓ ঢাকা গেইট নির্মাতা কে –
- ✓ চট্টগ্রামের নামকরণ ‘ইসলামাবাদ’ করেন কে –
- ✓ বাংলার ১ম স্বাধীন নবাব –
- ✓ করতলব খান মসজিদ কে নির্মাণ করেন –
- ✓ বড় কাটরা কে নির্মাণ করেন -

Thank You